৬।

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 NOV 1997
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

অছাত্রদের বিরুদ্ধে ১৭শ' ছাত্রের গণস্বাক্ষর

ক্যাম্পাসে ছাত্র লীগে ছাত্র-অছাত্র দ্বন্দ্ব উত্তেজনা ঃ কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুজিববাদী ছাত্র লীগের অভ্যন্তরে এখন চলছে ছাত্র ও অছাত্র ছাত্র লীগ কর্মীদের মধ্যে চরম দ্বন্দ্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এমন ছাত্র লীগ কর্মীদের উপর অছাত্র বহিরাগত ছাত্র লীগ ক্যাডারদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ছাত্র লীগের নেতৃত্বের একটি অংশ দৃশ্যতঃ মরিয়া হয়ে উঠেছে। যেন ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ছাত্র-জনমত গঠনের জন্য ছাত্র লীগের এক দল অছাত্র কেন্দ্রীয় নেতা উঠেপড়ে লেগেছেন। সম্ভবতঃ তারা আগামী ৪ জানুয়ারী ছাত্র লীগের ৫০ বছর পূর্তি উৎসবে ছাত্র লীগের সাংগঠনিক নেত্রী, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্র লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করতে পারেন বলে যে কথা শোনা যাচ্ছে তাই বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছেন। তারা যা-ই চান না কেন, তাদের তৎপরতায় গত ৪ দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র লীগের কর্মকাণ্ড পুরোপুরি স্থবির হয়ে গেছে। একদিকে ছাত্র কর্মীরা আর অন্যদিকে অছাত্র-বহিরাগত ও ছাত্রত্বের ভুয়া দাবীদাররা অবস্থান নেয়ায় দু'পক্ষে বেশ উত্তেজনা বিরাজ করছে। ছাত্র লীগ নিয়ন্ত্রিত হলগুলোতে ঘুরে দেখা যায়, ছাত্র কর্মীরা সংগঠনের শীর্ষ নেতাদের উপর বিক্ষুব্ধ। তাদের অভিযোগ, শীর্ষ নেতারা নিজেরাও ছাত্র, তারা হলগুলোতে অছাত্রদেরই নিয়ন্ত্রণ

শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

[illegible] লীগ

[illegible] পর [illegible] চাচ্ছেন ছাত্রদের উপর। এর [illegible] এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শামীম আহমদের মুক্তির দাবীতে ছাত্র লীগ নেতা-কর্মীরা গত ৪ দিন ধরে ক্যাম্পাসে ছাত্র লীগের কোন কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপর অছাত্রদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্ররাও সংগঠিত হতে শুরু করেছে। ছাত্র লীগ নিয়ন্ত্রিত এস এম হল, জহুরুল হক হল, এফ রহমান হল ও মুহসীন হলের সাধারণ ছাত্ররা অছাত্র-বহিরাগত সন্ত্রাসীদের হলে এবং ক্যাম্পাসে প্রতিরোধকল্পে গতকাল এক প্রতিবাদী গণস্বাক্ষর অভিযান চালায়। প্রায় ১৭শ' জন ছাত্র এ অভিযানে স্বাক্ষর দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে অছাত্র-বহিরাগতদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ জানিয়েছে। এই হলগুলোর সাধারণ ছাত্র ও ছাত্র লীগ কর্মীরা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শামীম আহমদের মুক্তির দাবীতে সোচ্চার। তারা বলেছেন, ছাত্র শামীমকে জেলে ঢুকিয়ে অছাত্র-বহিরাগতদের হাতে হলের নিয়ন্ত্রণ তুলে দেয়ার প্রক্রিয়া তারা মানেন না। তারা চান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে থাকবে, হল নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু ছাত্রলীগ নেতারা যাদের নিয়ন্ত্রণ তুলে দিতে চাচ্ছেন তাদের একজন রতনের ভুয়া ভর্তি বাতিল হয়েছে, অবৈধভাবে ভর্তি হয়ে সে ভর্তি বাতিলের পর তার আর এখন ছাত্র হওয়ার সুযোগ নেই। ছাত্রলীগ নেতারা তাকে ছাত্র বলে চালিয়ে যে মিথ্যাচার করছেন তা তাদের কোন্দলকেই তীব্রতর করছে। আরেক জন তমি কখনোই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল না। ভিসি বলেছেন, তাকে ভর্তি করাও হবে না। আরেক জন বাবুল তালুকদার অর্ধযুগ ধরে মফস্বলে স্বাস্থ্য সহকারীর চাকরি করছেন, এবার তিনি পরীক্ষায় নকল কতে গিয়ে বহিষ্কার হয়েছেন। আর নান্নু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তো ছিলই না, এখন তিনি মাদারীপুরে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী হয়েছেন। অথচ দেশের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রদের উপর এই অছাত্রদের নেতৃত্ব চাপিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সন্তুষ্ট করতে চাচ্ছেন ছাত্রলীগ নেতারা। জানা যায়, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী ঐ অবাঞ্ছিতদের কথিত পীর আখ্যায়িত করে তাদের গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে, ৬টি হলে শামীম আহমদের অনুগতদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রয়েছে।